সংবাদ

তারিখ ... 30 MAR 2017 ...
পৃষ্ঠা ১২ ... কলাম ৬ ...

গোবিন্দধবল প্রা.স্কুলের নির্বাচন বিবাদ

প্রধান শিক্ষককে তুলে নিয়ে হাত-পা ভেঙে দিল উপজেলা চেয়ারম্যান

প্রতিনিধি, ঝালকাঠি

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি গঠন নিয়ে বিরোধের কারণে ঝালকাঠিতে এক প্রধান শিক্ষককে হকস্টিক দিয়ে পিটিয়ে হাত-পা ভেঙে দিয়েছেন সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুলতান হোসেন খান। একই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন এক নারীসহ আরও তিনজন। গত সোমবার রাত ১০টার দিকে সদর উপজেলার রামনগর বালুর মাঠ ও কীর্ত্তিপাশা বাজারে এ হামলার ঘটনা ঘটে। আহতদের বরিশাল শের-ই-বাংলা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ও ঝালকাঠি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতরা হলেন গোবিন্দ ধবল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল লতিফ মিয়া, কীর্ত্তিপাশা বাজারের ব্যবসায়ী উত্তম দাস, তার বোন রীনা দাস এবং ভাইয়ের স্ত্রী অঞ্জনা দাস। এদরে মধ্যে আহত দুই নারীকে ঝালকাঠি সদর হাসপাতালে এবং আবদুল লতিফ মাস্টার ও উত্তম দাসকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন লতিফ মাস্টারের ডান হাত ভেঙে গেছে এবং দুই পায়ে গুরুতর জখম হয়েছে। উত্তম দাসের মাথায় এবং শরীরে বিভিন্ন স্থানে ক্ষত রয়েছে।

আহত ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, সোমবার রাত সাড়ে আটটার দিকে ঝালকাঠি শহরের রোনালসে রোড থেকে গোবিন্দধবল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল লতিফ মিয়াকে উপজেলা পরিষদের সরকারি গাড়ীতে তুলে নিয়ে যান সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মো. সুলতান হোসেন খান ও তার সহযোগীরা। লতিফ মাস্টারকে নিয়ে যাওয়া হয় রামনগর পুলিশ বক্সের সামনে একটি বালুর মাঠে। সেখানে চেয়ারম্যান নিজে এবং তার ক্যাডার হিসেবে পরিচিত রুবেল, মিলন, বাশার ও জুয়েল হকিস্টিক ও লাঠি দিয়ে পিটিয়ে প্রধান শিক্ষকের হাত ও পা ভেঙে দেয়। আঘাত করা হয় শরীরের বিভিন্ন স্থানে। আহত অবস্থায় তাকে আবার গাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় কীর্ত্তিপাশা বাজারে। রাত ১০টার দিকে সেখানে গিয়ে তারা বাজারের ব্যবসায়ী উত্তম দাসকে খুঁজতে থাকেন। উত্তম দাসকে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে হকিস্টিক ও লাঠি দিয়ে পিটিয়ে আহত করেন উপজেলা চেয়ারম্যান ও তার লোকজন। উত্তম দাসের চিৎকার শুনে বাজারের পাশেই তার বাড়ি থেকে ছুটে আসেন বোন রীনা দাস ও ভাইয়ের স্ত্রী অঞ্জনা দাস। তাদেরকেও পিটিয়ে আহত করা হয়। আহতদের উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান তার সরকারি গাড়িতে করে ঝালকাঠি থানায় নিয়ে আসেন। থানা পুলিশ আহতদের ঝালকাঠি সদর হাসপাতালে পাঠায়। ঝালকাঠি সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক এসএম হাসান মাহামুদ বলেন, আহতদের মধ্যে দুজনের এক্সরে করা হয়েছে। আবদুল লতিফের হাত ও পায়ের হার ভেঙে যাওয়াসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। উত্তম দাসেরও হাতে ও পায়ে আঘাত রয়েছে।

ঝালকাঠি

এলাকায় খোজ খবর নিয়ে জানা গেছে, কীর্ত্তিপাশা ইউনিয়নের রমানাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল গত মঙ্গলবার। নির্বাচনে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান স্থানীয় আলমগীর হোসেন নামে এক ব্যক্তিকে সভাপতি করতে উঠে পড়ে লাগেন উপজেলা চেয়ারম্যান। এদিকে ওই নির্বাচনে আবদুল লতিফ মিয়া ও উত্তম দাস সভাপতি প্রার্থী হিসেবে মোস্তাফিজুর রহমান নামে একজনকে মাঠে নামান। এনিয়ে সম্প্রতি দ্বন্দ্ব আরো বেড়ে যায়। ম্যানেজিং কমিটির বিরোধের জের ধরেই আবদুল লতিফ মিয়া ও উত্তম দাসকে পিটিয়ে হাত ও পা ভেঙে দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন লতিফ মাস্টারের মেয়ে ইসরাতজাহান।

আহত প্রধান শিক্ষক আবদুল লতিফ মিয়া বলেন, আমরা চেয়েছি রমানাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যাজিনিং কমিটি ভোটের মাধ্যমে হোক। উপজেলা চেয়ারম্যান চাইছেন, তার পছন্দের প্রার্থীকে বিনা ভোটে ঘোষণা করতে। উপজেলা চেয়ারম্যান আমাদের শত্রু ভেবে ক্যাডার বাহিনী নিয়ে হামলা চালিয়েছে। উপজেলা চেয়ারম্যান নিজে ও তার ক্যাডাররা আমাকে ও উত্তমকে দুই দফায় হকস্টিক ও লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হাত ও পা ভেঙে দিয়েছেন। তাদের মারধরের শিকার হন আমার পরিবারের লোকজনও।

এ ব্যাপারে সদর উপজেলা চেয়ারম্যান সুলতান হোসেন খান বলেন, আমি কাউকে মারধর করেনি। আমাকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছিল লতিফ মাস্টার ও উত্তম। তারা বাজারে বসে প্রকাশ্যে লোকজনের কাছে আমাকে মারার কথা স্বীকার করেছে। এর অডিও রেকর্ড আমার কাছে আছে। তাহলে ওনাদের কে মারল? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমাকে মেরে ফেলার খবর শুনে গ্রামের লোকজন উত্তেজিত হয়ে তাদের ওপর হামলা করেছে বলে শুনেছি।

ঝালকাঠি থানার ওসি মো. মাহে আলম জানান, আহতদের থানায় নিয়ে আসার পরে চিকিৎসার জন্য তাদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।